সমকাল

তারিখ ... 04 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

ফেরত গেল উপবৃত্তির ৯ লাখ টাকা

বঞ্চিত গফরগাঁওয়ের শিক্ষার্থীরা

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

গফরগাঁওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির নয় লাখ টাকা ফেরত গেছে সরকারি কোষাগারে। সোনালী ব্যাংক গফরগাঁও শাখার ব্যবস্থাপক ওমর আলী জানান, টাকা বিতরণে বিদ্যালয়গুলোতে ভুয়া কার্ডধারী শিক্ষার্থী ধরা পড়ায় ওইসব শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত টাকা বিতরণ না করে সরকারি কোষাগারে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে গফরগাঁও উপজেলার ২৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির জন্য সোনালী ব্যাংক গফরগাঁও শাখায় সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয় চার কোটি ৯১ লাখ ৯৯ হাজার ৮৫০ টাকা। সে অনুযায়ী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির জন্য চার কোটি ৮৬ লাখ ৫৯ হাজার ৯০০ টাকার একটি চাহিদাপত্র জমা দেওয়া হয় সোনালী ব্যাংক গফরগাঁও শাখায়।

গত ১৩ জুলাই থেকে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ শুরু করেন সোনালী ব্যাংক গফরগাঁও শাখা। কিন্তু টাকা বিতরণের সময় চাহিদাপত্রে গরমিল এবং অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষার্থীসহ স্কুলপ্রধানদের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে চলতি অর্থবছরে নয় লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত গেছে।

উপজেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের চরশাখচূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬২৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে সুবিধাভোগী ৫৭৩ জনের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা উপবৃত্তি দেওয়ার কথা। সে হিসাবে একজন শিক্ষার্থীর গত এক বছরের এক হাজার ২০০ টাকা করে উপবৃত্তি পাওয়ার কথা। চরশাখচূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সারোয়ার আলম চাকলাদার টাকা বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্ধেক টাকা কেটে রাখেন। এ সময় অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সারোয়ার আলম চাকলাদারকে কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইউএনও সিদ্ধার্থ শঙ্কর কুণ্ডু ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ বন্ধ করে দেন।

যেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ও ভুয়া কার্ডধারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত গেছে, সেগুলোর মধ্যে চরশাখচূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এক লাখ ৮৫ হাজার ৬০০, দক্ষিণ চরমছলন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভুয়া কার্ডধারী শিক্ষার্থীর ৬৭ হাজার, কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২৮ হাজার ৩০০ টাকা রয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম জানান, যেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপবৃত্তির তালিকায় ভুয়া শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।